প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Bureau of The University Grants Commission

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological Theory)

ESO : PAPER-IV

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences.
Netaji Subhas Open University (NSOU).
Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt.of Sociology.
University of Calcutta.
Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology. University of Calcutta.
Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology.
NSOU.
Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt.of Sociology.
NSOU.
Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology.
Presidency University.
Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology, Vidyasagar University
Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology.
NSOU.
Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Soiciology.
NSOU.

Writer:
Dr. Amrita De
Assistant Professor in Sociology
Lalgarh Govt. Degree College

Editor:
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology, NSOU

Notification
All rights reserved. No part of this study material may be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Module - 2

বিনিময় তত্ত্ব ও প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ
(Exchance Theory and Symbolic Interactionism)

ESO : Paper IV

পর্যায়---২ : সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব **(Sociological Theory)**

Unit-1 ❑ বিনিময় তত্ত্ব **(Exchange Theory)** **11-14**

Unit-2 ❑ হোমানস এবং ব্লাউ এর অবদান : একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ
(Contribution of Homans & Blau : Critical Appraisal) **15-23**

Unit-3 ❑ প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ : মৌলিক আলোচিত বিষয়সমূহ
(Symbiolic Interactionism : Basic Introduction) **24-26**

Unit-4 ❑ মীড ও ব্লুমার-এর অবদান **(Contribution of Mead and Blumer)** **27-37**

PAPER IV : সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological Theory)

Module-2 : বিনিময় তত্ত্ব (Exchange Theory) এবং প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)

Purpose of the Module:

Module 2 দুটি বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছে। বিনিময় তত্ত্ব ও প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ এর মূল নীতিসমূহ ও প্রধান বক্তব্য হল এই Module এর আলোচিত বিষয়। এছাড়া এই দুই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন বিনিময় তত্ত্বে। Homams ও Blau এর ভূমিকা ও প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের ক্ষেত্রে Mead ও Blumer এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবক্তাদের নীতি ও প্রস্তাবসমূহের ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সমালোচনাও করা হয়েছে। অর্থাৎ এই Module থেকে সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-মানুষের আচরণ ও তার থেকে সৃষ্টি বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি।

ভূমিকা
(Introduction to the whole Module)

Module 2 তে দুটি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। (i) বিনিময় তত্ত্ব ও (ii) প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ। পুরো Moduleটি চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(i) Unit 1—বিনিময় তত্ত্বে এর মূল আলোচনাসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পূর্বকালীন তত্ত্ব যেমন উপযোগীবাদী অর্থনীতি, আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সমকালীন বিনিময় তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে Unit-1এ। বিভিন্ন প্রবক্তাদের সম্বন্ধে এই Unit-1 জানানো হয়েছে যেমন নৃতাত্ত্বিক James Frazer, Molinowski, Marcel Mauss, এবং কাঠামোবাদ এর প্রবক্তা Levi-strnss.

(ii) Unit 2—এই unit-এ বিনিময় তত্ত্বের দুই প্রধান প্রবক্তা যথা Momans আর Blau এর তাত্ত্বিক অবদান সম্পর্কে জানানো ও আলোচনা করা হয়েছে। Homans কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক আচরণবাদ ও Skinner এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন ও অবরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে গোষ্ঠীজীবনে ব্যক্তি-মানুষের আচরণ ও বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ নিয়ে কি কি মৌলিক প্রস্তাব দিয়ে গেছেন তা সমালোচনা পূর্বক আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে Blau এর তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। Homans এর তত্ত্ব থেকে Blau এর তত্ত্ব কীভাবে পৃথক তা আলোচনা করা হয়েছে। মূলত এটাই বোঝানো হয়েছে যে, Blau তার তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ ক্ষেত্র ও অনু ক্ষেত্রর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। ব্যক্তি-মানুষের চাহিদা ও পুরস্কার বিনিময়, এই ধারণা যা Homans দিয়ে গেছেন তা অতিক্রম করে Blau দুটি জিনিস তুলে ধরেছেন। তা হল বিনিময় সম্পর্কে অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীর সংহতি ও পৃথকীকরণ ও (b) অনু ক্ষেত্রে ঘটিত ব্যক্তির বিনিময় সম্পর্ক বৃহৎ ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর ওপর কি প্রভাব ফেলছে।

(ii) Unit 3 : Unit 3তে প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মৌলিক আলোচিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ যেমন Cooley, Thomas, Dewey যাদের প্রভাব পরবর্তীকালে Mead এর ওপর লক্ষ্যণীয় তাদের ধারণা ও প্রস্তাব সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূল ধারণা হল ব্যক্তি বা কার্যকর্তা সামাজিক ক্রিয়া ও বস্তুর অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। এই তত্ত্ব নিখিল তত্ত্ব বা Macro theoryকে সমালোচনা করে থাকে। James এর সামাজিক সত্ত্বার ধারণা, Cooley স্বয়ং এর ধারণা ও looking glass self এর ধারণা বিশেষ করে প্রাথমিক গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে, Deweyর প্রায়োগিকতাবাদ ইত্যাদিগুলি বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Unit 4 — Unit 4, Mead ও Blumer এর অবদান ও ভূমিকা আলোচনা করে। প্রতীকি আন্তঃ ক্রিয়াবাদের নামকরণ করেন ও এই তত্ত্বের সূত্রগুলিকে নির্ধারণ করেন। এই সূত্রগুলির সাহায্যে আরোহী

পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণা প্রক্রিয়া ও আলোচনা করেন। Unit-4 এ এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। Blumer এর ভূমিকা আলোচনা করার আগে Mead এর অবদান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Mead এর মূল অবদান এটাই ছিল যে তিনি তার পূর্বসূরী James, Cooley, Deweyর মতবাদ। Pragmatism, Darwinism, Behaniourism চিন্তাধারা সংযোজিত করে দেখান কিভাবে মানুষের/কার্যকর্তার মন ও স্বয়ং এর ধারণা মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হচ্ছে ও তার থেকে বৃহৎ সামাজিক কাঠামো যা সদাই পরিবর্তনশীল গঠিত হচ্ছে। Mead এর ধারণা সমূহের ওপর নির্ভর করে Chicago school এর অন্তর্ভুক্ত Blumer প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল প্রস্তাবসমূহ দিয়েছেন। প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ একটি অনু তত্ত্ব (micro theory) যা কার্যকর্তার দ্বারা নিহিত বস্তুর অর্থর ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর ভিীত্তি করে, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক পরিবর্তনএ ও সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছে।

Unit-1 ❑ বিনিময় তত্ত্ব (Exchange Theory)

1.1 বিনিময় তত্ত্ব---ভূমিকা

1.2 বিনিময় তত্ত্ব---বৌদ্ধিক প্রেক্ষিত

1.1 বিনিময় তত্ত্ব---ভূমিকা

সমকালীন বিনিময় তত্ত্বের যুক্তিসমূহ মূলত বিভিন্ন পূর্বকালীন তত্ত্বের ধারণার দ্বারা সমৃদ্ধ ও তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ মতবাদের উত্তরাধিকারস্বরূপ। Tumer (2001) মনে করেন যে বর্তমান বিনিময় তত্ত্ব, উপযোগীবাদী অর্থনীতি (utilitarian economics), ক্রিয়াবাদী নৃতত্ত্ব (functional anthropology), দ্বান্দ্বিক সমাজতত্ত্ব (conflict sociology) ও আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব (behavioural psychology), এইসব তত্ত্বের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ যার মধ্যে কোন বিশেষ তত্ত্বের স্বতন্ত্রতা নির্ধারণ করা যায় না (ibid; 215)।

সমকালীন বিনিময় তত্ত্ব মূল প্রতিপাদ্য বা সূত্রগুলি হল—

- মানুষ বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বাধিক লাভ না করলেও কিছু পরিমাণ লাভ করার চেষ্টা করে
- মানুষ সবক্ষেত্রে নির্ভুল যৌক্তিকতা প্রকাশ না করলেও সামাজিক কার্যকারণ কিছুটা হিসাব করেই পূরণ করে ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ও লাভের পরিসংখ্যান করে থাকে
- মানুষের কাছে সবসময় সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য না থাকলেও তারা বিকল্প পথ বা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন থাকে
- সামাজিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ও লাভ করার চেষ্টা করে কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষের ক্ষমতা কতটা সীমিত তা তার মূল সঙ্গতি বা সংস্থানের দ্বারা নির্ধারিত হয়
- সাধারণ বিনিময় সম্পর্ক সবরকম সামাজিক প্রসঙ্গে গঠিত হয়ে থাকে কিন্তু অর্থনৈতিক বিনিময় হল এক ধরনের বিশেষ সামাজিক বিনিময় সম্পর্ক যা নির্দিষ্ট ভাবে বাণিজ্য ক্ষেত্রেই গঠিত হয়ে থাকে
- মানুষ বিনিময় সম্পর্কের মাধ্যমে স্থূল বা বস্তুগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ যেমন করে থাকে তেমনি অবস্তুগত বা অব্যবহারিক সম্পদও বিনিময়ের মাধ্যমে সচল করে থাকে যেমন সেবা বা সাহায্য, হৃদয়ানুভূতি এবং অন্যান্য প্রতীকি সম্পদ।

1.2 বিনিময় তত্ত্ব—বৌদ্ধিক প্রেক্ষিত

আধুনিক বিনিময় তত্ত্বের মূল যৌক্তিকতা বোঝার জন্য উপরোক্ত তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা দরকার। যেমন প্রাচীন অর্থনীতির প্রবক্তাদের কথা ধরা যাক। তারা সবসময় বস্তুর বা প্রক্রিয়ার সামাজিক উপযোগিতা ও তাদের প্রতি ব্যক্তি-মানুষের ব্যবহারিক দিকে ওপর জোর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, তাদের মতে মানুষ মূলত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী প্রাণী যারা সবসময়ে বিভিন্ন সামাজিক বিনিময় ও কাজকারবারের মাধ্যমে সর্বাধিক বস্তুগত লাভ করতে চায়। স্বাধীন, প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি দরকারি তথ্য ও বিকল্প যোজনার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তথ্যকেন্দ্রীক জ্ঞানের ও যুক্তিপূর্ণ হিসাবের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি সর্বাধিক লাভজনক বিনিময়ের পথ নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু উদীয়মান সমাজতাত্ত্বিকরা মানুষকে শুধুমাত্র যুক্তিসম্পূর্ণ এবং হিসাবি মনোভাবাসম্পন্ন আখ্যান দিতে সম্মত ছিলেন না। বিনিময় তত্ত্ব অর্থনীতির কিছু মৌলিক যুক্তি মেনে নেয়। যেমন—

1. যুক্তি বিচার আর মুনাফা অর্জন এই দুই এর ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

2. কোন জিনিসের যোগান বেশি থাকলে চাহিদা কমবে, জিনিসের চাহিদা বেশি থাকলে তা মূল্যবান হিসাবে গণ্য করা হবে।

3. কোন জিনিস যত বেশি ব্যবহৃত হবে তত তার প্রান্তিক উপযোগিতা কমবে।

এই সূত্রগুলি সম্প্রসারিত করে বিনিময় তত্ত্বের প্রবক্তারা অসন্তোষ, পৃথকীকরণ ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন।

অন্যদিকে, নৃতত্ত্বে, বিনিময় তত্ত্বের কিছু প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক স্যার জেমস্ ফ্রেজার লক্ষ্য করেন যে উপজাতি সমাজে ক্রস-কাজিন বিবাহ পছন্দের এবং প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্ক। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফ্রেজার সর্বপ্রথম বিনিময় তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ করেন।

ক্রস-কাজিনবিবাহে একজন বিবাহে ইচ্ছুক পুরুষ তার কোন আত্মীয়ার (বোন বা কন্যা) বিনিময়ের মাধ্যমে স্ত্রী লাভ করে থাকে। এই প্রথা সেই সব উপজাতির মধ্যে বেশি প্রচলিত যাদের সমাজে নারীদের দুর্লভ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় (কারণ ভ্রূণ হত্যার কারণে নারীর সংখ্যা পুরুষের থেকে কম)। ক্রস-কাজিন বিবাহে তাই সমগোত্রীয় সম্পত্তির (নারী) বিনিময়ের দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

ফ্রেজারের বিনিময় সম্পর্কের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়ায় অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা সমালোচিত হয়ে থাকলেও, ওনার চিন্তাধারা আধুনিক বিনিময় তত্ত্বের সামাজিক সংগঠনের বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—

- ❖ মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার চেষ্টা থেকেই মানুষের মধ্যে বিনিময়ভিত্তিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়
- ❖ বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যক্তি-সদস্যরা কেমন মুনাফা লাভ করছে তার ওপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে কি ধরনের মিথস্ক্রিয়া উদ্ভূত হচ্ছে
- ❖ এই সংগঠিত মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ করে কি ধরনের সামাজিক পরিকাঠামো উদ্ভূত হবে।

এছাড়াও, ফ্রেজারের বিশ্লেষণ সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অসম ক্ষমতা ও বিশেষাধিকারের পৃথকীকরণ বুঝতে সাহায্য করে যা সমকালীন বিনিময় তত্ত্বে দ্বান্দ্বিক চিন্তাধারার অবতারণা ঘটায়। এই দ্বান্দ্বিক বিচারধারা অনুযায়ী, বিনিময় প্রক্রিয়া কার্যকারী হলে, মূল্যবান পণ্যদ্রব্য অভিগমনের আপেক্ষিক ক্ষমতা অনুসারে গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনৌস্কি সামাজিক বিনিময়ের আরেকটি নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করেন নিজের গ্রন্থে Argonents of the Western Pacific (1922); briand দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে কূলা রিং নামক প্রথাগত সামাজিক বিনিময়ের বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার মাধ্যমে। কূলা রিং হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানিক বিনিময় প্রথা যা এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বৃত্তাকার সম্পর্কে আবদ্ধ করে। এই বিনিময় প্রথার বিশেষত্ব হল যে এখানে দুটি প্রতীকি বস্তু প্রাধান্য পায়—দাগা বা অনন্ত এবং কণ্ঠহার যা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতে থাকে ফলে এই দুটি প্রতীকি বস্তু চক্রাকারে বিপরীত দিকে বিনিময় হতে থাকে। ম্যালিনৌস্কি এই ধরনের প্রতীকি বিনিময় আর অর্থনৈতিক বিনিময়ের মধ্যে প্রভেদ করছেন। প্রতীকি বিনিময়ের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক বন্ধন গঠন করা ও তার স্থায়িত্ব বজায় রাখা। এই আনুষ্ঠানিক বিনিময় প্রথার মধ্যে লাভ ক্ষতির হিসাব লক্ষ্য করা যায় না। ম্যালিনৌস্কির মতে, কূলা রিং, সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে মূলত ব্যক্তি-সদস্যদের সামাজিক ও মানসিক প্রয়োজন পরিপূর্ণ করছে আবার বৃহত্তর সমাজের ঐক্যতা স্থাপন করতে সাহায্য করছে।

ম্যালিনৌস্কির ব্যাখ্যা থেকে বর্তমান বিনিময় তত্ত্ব বেশ কিছু সূত্র আহরণ করেছে, যেমন:

- ❖ যুক্তি নির্ভর মানুষ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে, এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়।
- ❖ যেহেতু ব্যক্তির মানসিক প্রয়োজন থেকে সামাজিক বিনিময় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় সেহেতু মানুষের সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ভূমিকা পালন করে
- ❖ কূলা রিং প্রথা মাধ্যমে বোঝা যায় যে বিনিময় সম্পর্কের প্রভাব একের অধিক ব্যক্তির ওপর থাকতে পারে ও এরকম পরোক্ষ এবং জটিল বিনিময় প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ক জালের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়

- ❖ প্রতীকি বিনিময় সম্পর্ক সমাজের মৌলিক প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে একই সঙ্গে সামাজিক পদমর্যাদার পৃথকীকরণ করতে সাহায্য করে আবার সামাজিক ঐক্যতা বজায় রাখে।

ম্যালিনৌস্কির বিশ্লেষণ বিনিময় তত্ত্বের দুটি ধারণার সূত্র দেয়—একনম্বর ধারণা যা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয় ও দুই নম্বর ধারণা যা বিনিময় সম্পর্কের ওপর উদীয়মান সাংস্কৃতিক শক্তির প্রভাবকে প্রাধান্য দেয়। কূলা প্রথার মাধ্যমে ম্যালিনৌস্কির সামাজিক বিনিময় বিশ্লেষণ মারসেল মস আর লেভি স্ট্রসের দ্বারা সমালোচিত হয়। মস এর মতে, ব্যক্তি নয়, সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা বিনিময় চুক্তি গঠন হয়ে থাকে ও তা গোষ্ঠীর ওবলিগাসন ও বন্ধন মেনটেন করে। ম্যালিনৌস্কির সামাজিক বিনিময় পুনঃবিশ্লেষণের মাধ্যমে, ভিত্তি ও কাঠামোগত বিনিময় তত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু ধারণা দেন। এই ধারণার প্রসার ঘটে লেভি স্ট্রসের অবয়ববাদের মধ্যে। ওনার মতে বিনিময়ের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কি বস্তু বিনিময় হচ্ছে। বিনিময় কিভাবে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোকে সংগঠিত করছে তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। ব্যক্তিস্বার্থর দ্বারা কারণ বিনিময় সম্পর্ক সামাজিক সংগঠনের প্রতিফলন যা নিজেই নিজের একক অস্তিত্বের অধিকারী (সুই জেনেরিস)। টারনার এর মতে লেভি স্ট্রসের দুটি চিন্তাধারা সমকালীন বিনিময় তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে (Ibid; 224)

- ❖ বিনিময় সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বার্থর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পরিস্থিতি হচ্ছে সামাজিক কাঠামো ও সংগঠন।
- ❖ বিনিময় সম্পর্ক এর ভিত্তি প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া না হয়ে পরোক্ষ জটিল সম্পর্ক জালের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

Unit-2 ❑ Contribution of Homans & Blau : Critical Appraisal

2.1 হোমানস্ এর ভূমিকা

2.2 হোমানস্ এর অবদান

2.3 হোমানস্ এর সমালোচনা

2.4 **Peter M. Blau** এর বিনিময় তত্ত্ব

2.5 **Blau :** বিনিময় তত্ত্বে মূল নীতি/সূত্রসমূহ

2.6 **Blau** এর তত্ত্ব অনুসারে মৌলিক বিনিময় প্রক্রিয়ার অনুধাবন

2.7 বিনিময় তত্ত্ব ও বৃহৎ কাঠামো **(macro-structure)**

2.8 **Blau** এর সমালোচনা

2.1 হোমানস্ এর ভূমিকা

১৯৫০ এ প্রকাশিত হুমান গ্রুপ (The Human Group) গ্রন্থে হোমানস্ আরোহ যুক্তি অনুসারে কারখানার শ্রমিক, স্ট্রিট গ্যানগস্ ও আত্মীয়বর্গের ওপর গবেষণার মাধ্যমে মানুষের বাস্তব ব্যবহারসমূহের ও ক্রিয়াসমূহের পর্যবেক্ষণ করেন। মানুষ বাস্তবে কি করছে বা কেমন ব্যবহার করছে, তার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়াগত মৌলিক ধারণা তৈরি করা সম্ভব ছিল। এই মৌলিক ধারণাসমূহকে হোমানস্ আখ্যা দিয়েছিলেন দা ফার্স্ট অর্ডার অ্যাবস্ট্রাকসান (The first order of abstraction) এর অন্তর্গত ছিল গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্কিত ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়াসমূহ। কিন্তু এই কাজ বেশিরকম আরোহ যুক্তিভিত্তিক (Inductive) ছিল। তাই পরবর্তীকালে, হোমানস্ অবরোহী কৌশলে আগ্রহী হন ও ১৯৬০ এ প্রকাশিত সোসাল বিহেবিয়র-ইটস্ এলিমেনটারি ফরমস্ এ অভিজ্ঞতামূলক প্রস্তাব আহরণ করেন। এই ক্ষেত্রে হোমান্স অবরোহী যুক্তি প্রণালী অনুসরণ করে গবেষণাভিত্তিক তথ্য ও সাধারণীকৃত উক্তির ব্যাখ্যা দেওয়ায় আগ্রহী হন। উনি নিজের এই কৌশলপ্রণালীকে স্বতঃসিদ্ধ (axiomatic) আখ্যা দেন। টারনার (ibid, ২৩৫) এর মতে হোমানস্ এর আরোহ যুক্তি থেকে অবরোহী যুক্তি ব্যবহারের সৃজনশীল অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল আচরণবাদ মনস্তত্ত্ব এর ওপর। তাই বলা যায় যে জর্জ হোমান্স এর বিনিময় তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ মূলত আচরণবাদ মনস্তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্কিনার এর আচরণবাদ এর মূলতত্ত্ব হল যে সব প্রাণীর চাহিদা থাকে এবং সেই সকল ক্রিয়াই সম্পাদন করে যার দ্বারা পূর্বে

তার চাহিদা পূরণ হয়েছে। সকল ক্রিয়াসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরস্কার বা শাস্তি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করতে থাকে ও ক্রিয়া সম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও সামাজিক ব্যক্তির চাহিদা বিশ্লেষণ করা ল্যাবরেটরিতে বন্দি প্রাণীর থেকে অনেক বেশি জটিল, হোমানস্ মনে করতেন যে গোষ্ঠীজীবনের অন্তর্গত ব্যক্তি আচরণসমূহ আচরণবাদ মনস্তত্ত্ব মূল সূত্রগুলি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে। স্কিনার এর তত্ত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক জীবনের যেই অংশটি মেলে তা হল এই যে ব্যক্তি-মানুষরা একে ওপরের দ্বারা পারস্পরিক চাহিদা পূরণ করে ও সেইমত একে অপরকে পুরস্কৃত ও শাস্তি দিয়ে থাকে। হোমানস্ উপযোগিতাবাদ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিনিময় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আচরণবাদ মনস্তত্ত্ব এর ধারণাগত কাঠামোর সঙ্গে সংমিশ্রণ করে সামাজিক বিনিময় তত্ত্বকে পুনঃউজ্জীবিত করেন।

হোমান্স তার গ্রন্থ Social Behaviour : Its Elementary forms (1960)-এ বিনিময় তত্ত্বের মৌলিক প্রস্তাবগুলি দেন। এই পাঁচটি মৌলিক প্রস্তাব হল—

১। **সাফল্য নীতি :** ব্যক্তি সেই ক্রিয়াই বেশি করে সম্পাদন করবে যেই ক্রিয়ার দ্বারা সে বেশি করে পুরস্কৃত হবে। সাফল্য নীতি অনুযায়ী আচরন তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথমে ক্রিয়া, তারপর পুরস্কার ও সবশেষে ক্রিয়া পুনরাবৃত্তি। তবে ক্রিয়া ও পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে বেশি ব্যবধান চলে এলে ব্যক্তি কর্মসম্পাদনে উৎসাহ হারাবে। আবার নিয়মিত ও অবিরাম পুরস্কারপ্রাপ্তি ক্লান্তি উদ্রেককারী ও সন্তোষ সৃষ্টি করে, সবিরাম পুরস্কারপ্রাপ্তি ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত করে।

২। **উদ্দীপক নীতি :** অতীতে কোন সুযোগে বিশেষ কোন উদ্দীপক বা উদ্দীপকসমূহের জন্য কোন ব্যক্তি যদি পুরস্কৃত হন তাহলে বর্তমানে একরকম উদ্দীপক বা উদ্দীপকসমূহের উপস্থিতিতে ব্যক্তি, এক বা একরকম ক্রিয়া সম্পাদনায় তৎপরতা দেখাবেন। কিন্তু একরকম পরিস্থিতিতে একরকম ক্রিয়া সম্পাদন এই সাধারণীকরণ সম্ভব না, ক্রিয়া সম্পাদন ও আচরনে পৃথকীকরণ হয়ে থাকে। যে উদ্দীপক বা উদ্দীপকসমূঃ বা পরিস্থিতি সাফল্য দিয়েছিল যদি তা জটিল হয়ে যায়, তারা আর আচরন উদ্দীপিত করবে না। আবার ক্রিয়া সম্পাদনে অসুবিধা হয়ে যায় যদি ব্যক্তি কোন উদ্দীপকের প্রতি অতি-সংবেদনশীল হয়ে পরে কারণ সেই উদ্দীপক ব্যক্তির কাছে খুব মূল্যবান হয়ে ওঠে।

৩। **মূল্যমানের নীতি :** একজন ব্যক্তির কাছে কোন ক্রিয়ার পরিণতি যদি মূল্যবান হয় তাহলে সেই ক্রিয়া সম্পাদনায় ব্যক্তি তৎপর হবে। হোমানস্ এর মতে যেই ক্রিয়া পুরস্কৃত হয় তা ধনাত্মক যা অভিপ্রেত আচরন প্রকাশ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে যে ক্রিয়া তিরস্কৃত হয় তা কিন্তু অভাবাত্মক বা অনভিপ্রেত আচরন প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে না। তিরস্কার মানুষের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে না কিন্তু অনভিপ্রেত আচরন যদি পুরস্কৃত না করা হয় তাহলে ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে কারণ পুরস্কার পাওয়া দুর্লভ এবং তা বস্তুগত বা পরার্থসম্মত হতে পারে।

৪। **বঞ্চনা ও পরিতৃপ্তির নীতি :** কোন ক্রিয়ার জন্য ব্যক্তি যত বেশি পুরস্কৃত হয় তত তার কাছে ঐ ক্রিয়া ও পুরস্কারের মূল্য কমে যাবে। হোমানস্ এখানে মূল্য ও মুনাফার ধারণা দিয়েছেন। কোন বিশেষ ক্রিয়ার জন্য অন্য আচরন পরিত্যাগের ফলে যে পুরস্কার নষ্ট হয় তার ওপর ভিত্তি করে সেই আচরনের মূল্য নির্ধারিত হয়। সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কত বেশি পুরস্কার পাওয়া গেছে তার ওপর মুনাফা নির্ধারিত হয়।

৫। **আগ্রাসন ও অনুমোদন সাপেক্ষতার নীতি :** ব্যক্তি ক্রিয়া অনুযায়ী যখন ফলাফল পায় না বা অপ্রত্যাশিত ভাবে শাস্তি পায় তখন তার আচরনে ক্ষোভ প্রকাশ পেতে পারে। অন্যদিকে, ব্যক্তির ক্রিয়া যখন প্রত্যাশিত পুরস্কার পায় বা অপ্রত্যাশিতভাবে বেশি পুরস্কার পায় এবং কোন শাস্তি পায় না তাহলে ব্যক্তি আনন্দিত হবে। এই দুই ক্ষেত্রেই ক্রিয়া ও তার ফলাফল ব্যক্তির কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে।

এছাড়াও হোমানস্ যৌক্তিকতার নীতির কথা বলেছেন।

৬। যৌক্তিকতার নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প ক্রিয়ার মধ্যে কোন বিশেষ ক্রিয়া মনোনীত করার সময় ব্যক্তি সেই ক্রিয়াই সম্পাদন করবে যার ফলাফলের মূল্য ও পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা, এই দুই এর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। সবচেয়ে বেশি প্রার্থিত পুরস্কার সেইগুলি যার মূল্য ও পাবার সম্ভাবনা দুটোই বেশি।

2.2 হোমানস্ এর অবদান

প্রথমত, হোমানস্ আরোহী যুক্তি থেকে সরে এসে অবরোহী যুক্তি অনুসারে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব গঠনে নিবদ্ধ হন। পারসন এর কাঠামোগত ক্রিয়াতত্ত্বের সমালোচনার ওপর ভিত্তি করে হোমানস্ বলেন যে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব গঠনে তাত্ত্বিক ধারণা আর পরিকল্পনার শ্রেণীভুক্ত বৌদ্ধিক কৃত্রিমতার সৃষ্টি করবে। এছাড়াও হোমানস্ আচরনবাদ মনস্তত্ত্ব মূলসূত্রগুলির ওপর জোর দিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ওনার মতে যে কোন ঘটনার কার্যকারণের ওপর নজর দেওয়া জরুরি। এবং সেটা করতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরন যার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনের ও প্রক্রিয়া বোঝা সম্ভব।

2.3 হোমানস্ এর সমালোচনা

হোমান্স তার তত্ত্বে ব্যক্তির যৌক্তিকতার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে মানুষ সবসময় মূল্য, মুনাফা আর পুরস্কার প্রাপ্তির তুল্যমূল্য বিচার করে আচরন ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ কোন জিনিসকে মূল্যবান ভাববে সেটা তার ব্যক্তিগত বিচার। সেই ক্ষেত্রে যুক্তিবিচার ব্যক্তির ব্যক্তিগত হিসাবনিকাশ এর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বিনিময় তত্ত্ব অনুসারে এই অনুমান ও পুরোপুরি সঠিক

নয় যে মানুষ সবসময় হিসাব করে ক্রিয়া করছে। অনেক সময় হিসাব না করেও ব্যক্তি পুরস্কৃত হয়। হোমান্স তার তত্ত্বের বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টটৌলোজির শিকার হয়েছেন। মূল্যর ধারণা দিয়েছেন পুবস্কারের ধারণার মধ্যে দিয়ে আবার পুরস্কারের ধারণা দিয়েছেন মূল্যর ধারণার মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও হোমান্স তার তত্ত্বে ব্যক্তির আচরন ও ব্যবহারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন সব কিছু ব্যক্তির ব্যবহার দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব না যা হোমান্স দাবি করেছেন।

2.4 Peter M. Blau এর বিনিময় তত্ত্ব

Turner (2001) Peter M. Blau এর কাঠামোভিত্তিক বিনিময় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন যে, Blau এর তত্ত্ব। বিনিময় তত্ত্ব, ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব ও দ্বান্দ্বিকদ্বন্দ্ব তত্ত্বর এক নির্মিত মিশ্রণ। সেন (2013; 96) লিখছেন যে Blau দুটি ভিন্ন আদর্শের Homans এর সামাজিক ব্যবহারতত্ত্ব ও Parsons এর সামাজিক কাঠামোবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। Blau এর তাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে Talcott Parsons এর তাত্ত্বিক পদ্ধতি সাদৃশ্য রয়েছে। উনি কঠোর তাত্ত্বিক সূত্র নির্মাণ না করে কিছু শিথিল ও সম্পর্কিত মৌলিক তাত্ত্বিক সূত্র ও প্রস্তাব গঠন করতে চেয়েছিলেন যা সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে ঘটে থাকে। ধারণা ও প্রস্তাবের মাধ্যমে Blau এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক মাত্রায় ঘটিত সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পরিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি (insight) লাভ করা। সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে Blau ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পরিসরে ..... ব্যক্তির আচরন থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজের ব্যক্তির ক্রিয়াপদ্ধতির কথা বলেছেন। Blau চেয়েছেন যে বিনিময়ভিত্তিক ধারণা ও সূত্রর দ্বারা বৃহৎ ক্ষেত্র (macro) ও অনু ক্ষেত্র (micro)র মধ্যে প্রভেদ নিশ্চিহ্ন করে সেতুবন্ধন করতে। নিজের রচিত Exchange and Power in Social Life (1964)এ। প্রথমে তিনি সাধারণ ও সরাসরি বিনিময় প্রক্রিয়া বা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করতে চান। তারপর এই পদ্ধতি বিস্তার করে একই ধারণাগত নির্মাণের মাধ্যমে বৃহৎ সামাজিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো বিশ্লেষণ করতে চান সেন (ibid, 96) বলেছেন যে এই ক্রিয়ার মাধ্যমে, প্রাথমিক বিনিময় প্রক্রিয়ার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে জটিল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিময় প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে Blau, Homans এর তত্ত্বের ত্রুটি অনেকটা পূরণ করতে পেরেছিলেন।

2.5 Blau : বিনিময় তত্ত্বে মূল নীতি/সূত্রসমূহ

Blau বিনিময় তত্ত্বের পরিবর্তনশীল নিয়ামক (variables)গুলি নিম্নে বিশদে চর্চা করেননি। তিনি অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন বিনিময় আচরনকে এক ধরনের সংযোগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার দিকে, এই সংযোগ ততক্ষণই টিকে থাকবে যতক্ষণ ব্যক্তিরা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে ফলপ্রসূ হিসাবে পরিজ্ঞান করবে। Homans এর মতে Blau দুজন ব্যক্তির মধ্যে কার্যপ্রক্রিয়ার বিনিময় তা যতই বাস্তব

বা অবাস্তব, বেশী বা কম ফলপ্রসূ হোক না কেন, তা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এবং Homans-এর মতো তিনিও এই বিশ্লেষণের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করেছেন। তিনি্য সমাজকে একটি বাজার ব্যবস্থার সাথে তুলনা করেছেন যেখানে ব্যক্তি একে অপরের সাথে মুনাফাভিত্তিক বিনিময় করে থাকে। তবে Homans এর মতো তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একজন অর্থনৈতিক মনে করতেন না। তার কারণ Blau মনে করতেন যে—

i) মানুষ অন্য সব উদ্দেশ্য বর্জন করে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এর প্রতি ক্রিয়া করে না,

ii) মানুষের পছন্দের মধ্যে অসমঞ্জস্য যথেষ্ট থাকে।

iii) বিভিন্ন বিকল্প পন্থা নিয়ে মানুষের কাছে সবসময় সম্পূর্ণ তথ্য থাকে না, ও

iv) মানুষের আচরন সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ থাকে ফলে প্রয়োজনীয় বিকল্প পন্থা গ্রহন করার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে।

সেন (ibid; 97) বলছেন Blau যেভাবে ব্যক্তির মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়া থেকে বৃহৎ সামাজিক কাঠামো অন্তর্গত বিনিময় প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন তা মূলত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— (i) দুজন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বিনিময়, (ii) এর থেকে গড়ে ওঠা মর্যাদা ও ক্ষমতার বিভিন্নতা, (iii) এর থেকে গড়ে ওঠা বৈধতা ও সাংগঠনিক ক্ষেত্র ও (iv) যেখানে বিরোধিতা ও পরিবর্তন দেখা যায়। Blau বিনিময় তত্ত্বের কোন বিশদ স্বতঃসিদ্ধ নীতি তৈরী করেননি। উনি কিছু প্রস্তাব দিয়ে গেছেন। বিনিময় তত্ত্বের এই নিহিত (implicit) সূত্রগুলি Turner (ibid; 264) পাঁচটি সূত্রে ভাগ করেছেন—

(i) যৌক্তিক সূত্র (The Rationality Principle) : কোন বিশেষ আচরনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যত বেশি পরস্পরের কাছ থেকে মুনাফা আশা করবেন, তত বেশি সেই আচরন প্রকাশ পাবে। পুরস্কারের মূল্য ও তার পরিমাণ যত বাড়বে তত বেশি সেই বিশেষ আচরন প্রকাশ পাবে।

(ii) ব্যতিহার সূত্র বা পারস্পরিক-সম্বন্ধ সূত্র (The Reciprocity Principle) : ব্যতিহার সূত্রগুলি Malinowski ও Levi-strauss এর অনুকরণে নির্মাণ করা। এই সূত্র অনুযায়ী, ব্যক্তি যত বেশি একে অপরের সাথে পুরস্কার আদান প্রদান করবে তত বেশি পারস্পরিক কর্তব্য বন্ধনে (Reciprocal obligations) বাঁধা পড়বেন ও পরবর্তী বিনিময় প্রক্রিয়াকে এই কর্তব্য বন্ধন নির্দেশিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি এই কর্তব্যবন্ধন লঙ্ঘন (violate) করেন তাহলে নঞর্থক নিষেধাজ্ঞা (negative sanction) জারি হবে। সামাজিক ব্যতিহার নীতি (norms of reciprocity) উল্লঙ্ঘন করা সামাজিক অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

(iii)ন্যায়পরায়ণতা সূত্র (The Justice Principle) : ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়া যত বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে তত বেশি তা ন্যায্য বিনিময় নীতির (norms of fair exchange)

দ্বারা নির্দেশিত হবে। ন্যায্য বিনিময় নীতি বা norms of fair exchange এটা নিরূপণ করে যে কোন বিনিময় প্রক্রিয়ার/আচরনের ক্ষেত্রে প্রয়াসের (cost) অনুপাতে পুরস্কার (reward) লাভ হচ্ছে কিনা। এই ন্যায্য বিনিময় নীতি যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে আগ্রাসনের (aggression) প্রকাশ ঘটতে পারে।

(iv) প্রান্তীয় উপযোগিতা সূত্র (The Marginal Utility Principle) : কোন বিশেষ ক্রিয়ায় যে পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটার কথা তা আসন্ন প্রকাশিত হলে সেই ক্রিয়ার মূল্য কমে যায়। ব্যক্তি যত বেশি পুরস্কার পেয়ে পরিতৃপ্ত হবেন তত বেশি মূল্যহীন হয়ে পড়বে, পুরস্কার বৃদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

(v) ভারসাম্যহীনতা সূত্র (The Imbalance Principle) : কিছু বিনিময় সম্পর্ক যত বেশি সুস্থিত (Stable) ও সুষম (Balanced) হবে তত বেশি অন্যান্য বিনিময় সম্পর্কগুলি স্থিতিহীন (unstable) ও ভারসাম্যহীন (imbalanced) হয়ে পড়বে। এই সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সূত্রেই প্রকাশ পায় যে বিনিময় সম্পর্কের অন্তর্নিহিত থাকে দ্বান্দ্বিকতা ও দ্বন্দ্ব এর সম্ভাবনা (potential for conflict)। মানুষ এখানে উভয় সঙ্কটে পড়ে কারণ এক বিনিময় সম্পর্কের স্থিতাবস্থা (stability) অন্য বিনিময় সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা এনে দেয়। এই জন্যই Blau এর বিনিময় তত্ত্বকে দ্বান্দ্বিক বিনিময় তত্ত্ব হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

2.6 Blau এর তত্ত্ব অনুসারে মৌলিক বিনিময় প্রক্রিয়ার অনুধাবন

Blau, প্রাথমিক (elementary) বিনিময় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন যে মানুষ পুরস্কার লাভের আশায় অন্যান্যদের সঙ্গে সামাজিক বিনিময় করে থাকে। মানুষের এই উপলব্ধি (perception)কে Blau এক ধরনের সামাজিক আকর্ষণ হিসাবে ব্যাখ্যা করছেন (social attraction)। অর্থাৎ Homans এর মতো Blau ও মনে করেন যে দুজন ব্যক্তি একে অপরের প্রতি নানা কারণে আকৃষ্ট হন ও বিনিময় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা একে অপরের অনুভূতিও প্রয়োজন বুঝতে পারে ও ক্রমাগত এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের কাছে যা গুনমান (qualities) রয়েছে তা অন্যদের কাছে অভিপ্রেত বস্তু। এছাড়া সকল বিনিময় ক্রিয়া এই ধারনার ওপর ভিত্তি করে হয় যে যারা পুরস্কৃত করছে তারা নিজেরাও প্রদান (payment) স্বরূপ পুরস্কার পাবেন। এই ক্ষেত্রে কার্যকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা (competition) দেখা যায় কে কাকে বিনিময় সম্পর্কে ও পুরস্কার লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ (impress) করতে পারছে। এখানে দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্যতিহারের নীতি (norms of reciprocity) লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক জীবনে মানুষ এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে, যে কিভাবে পুরস্কার দিয়ে, ব্যতিহার নীতি অনুসারে মহার্ঘ পুরস্কার লাভ করতে পারে। যেই যেই পুরস্কার বা সম্পদ লাভের কথা মানুষ ভেবে থাকে তা হল— টাকা (money), সামাজিক অনুমোদন (social

approval), সম্মান (respect)ও নিজের ইচ্ছা পূরণের অন্যদের সম্মতি (compliance)। এই সব পুরস্কারের মধ্যে সবচেয়ে যা মানুষের চাহিদার তা হল নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য অন্যদের সম্মতি (compliance)। যখন সামাজিক বিনিময় সম্পর্কে ব্যক্তি সম্মতি লাভ করতে পারেন তখন তিনি ক্ষমতাবান হন। Blau-এর কিছু সূত্র রয়েছে সম্মতি ও ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে—

(i) ব্যতিহার নীতি অনুযায়ী ব্যক্তি যদি পুরস্কার লাভ করে অন্য ব্যক্তিকে সমমূল্যের পুরস্কার দিতে অপারগ হন তাহলে অন্য ব্যক্তি সম্মতি আদায় করে নিতে সক্ষম হবেন।

(ii) পুরস্কৃত হবার বিকল্প পন্থা যত কম হবে তত বেশি সেই ব্যক্তিরা মূল্যবান পুরস্কার বা সেবা দিতে পারছেন তারা সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হবেন।

(iii) যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তারা যত কম জোর বা ক্ষমতা দেখাবেন বা প্রয়োগ করবেন তত বেশি অন্যরা সম্মতি আদায় করে নিতে সক্ষম হবেন।

(iv) যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তারা যদি যারা পুরস্কার দিচ্ছেন তাদের ছাড়া চলতে না পারেন তাহলে যারা পুরস্কার দিচ্ছেন তারা সম্মতি আদায় করে নিতে সক্ষম হবেন।

এই সূত্রগুলি দিয়ে Blau বোঝাতে চেয়েছেন যে বেশিরভাগ সামাজিক গোষ্ঠীর পৃথকীকরণের জটিল প্রক্রিয়া দেখা যায় এবং এর থেকে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও তার বিরোধিতার লক্ষ্মণ জন্ম নেয়। Blau এর মতে গোষ্ঠীর অন্তর্গত ক্ষমতার পৃথকীকরণ দুধরনের দ্বান্দ্বিক শক্তির জন্ম দেয়— (i) অঙ্গীভূতকরণের দিকে প্রসারণ (Strain towards integration) ও (ii) বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বর দিকে প্রসারণ (Strain towards conflict and opposition)।

(i) অঙ্গীভূতকরণের দিকে প্রসারণ : ক্ষমতার পৃথকীকরণ দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তৈরি করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষমতা বৈধতা লাভ করে কর্তৃত্বে পরিণত হয় এবং অধস্তনরা (subordinates) ঊর্ধ্বস্তনদের (superordinates) কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। গোষ্ঠীর অঙ্গীভূতকরণের জন্য ব্যতিহার নীতি ও ন্যায়নীতি কার্যকরী হয়। গোষ্ঠী বেশী পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ দিয়ে সম্ভাব্য সদস্যদের আকৃষ্ট করে। আবার নিজেদের পুরোনো সদস্যদের ও পুরস্কৃত করে নতুন সদস্যদের গ্রহণ করার জন্য। নতুন সদস্যরা গোষ্ঠীর পুরোনো সদস্যদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে গোষ্ঠীর ঐক্যতা বাড়ে। যারা সবচেয়ে বেশি পুরস্কৃত করতে পারেন তারাই নেতা হিসাবে গণ্য হয়। যারা বেশি মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারেন না তারা নেতাদের অধীনে আসেন বা তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নেতারা মর্যাদা প্রাধান্য দিতে গিয়ে অধীন সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। যারা নেতার অধীনে তারা তাদের দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করে যাতে বোঝা যায় তারা নেতা নন বা নেতা হতে চান না। এর থেকে উদ্ভুত সমবেদনা তাদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে

এবং গোষ্ঠীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়। অন্যদিকে নেতারা যখন বোঝেন যে গোষ্ঠীর অন্য সদস্যরা অনেক কাজেই পারদর্শী তখন তারা মেনে নেন যে তারা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই উৎসাহী এমন নয়। এভাবেও গোষ্ঠী ঐক্যতা বজায় থাকে।

(ii) **বিরোধীতা ও দ্বন্দ্বের দিকে প্রসারণ :** Blau বিরোধীতা ও দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করা জন্য তাত্ত্বিক পরিকাঠামো দিয়েছেন। উনি আগেই ওনার সূত্রে নঞর্থক নিষেধাজ্ঞা ও ন্যায়নীতি ও ন্যায়ভিত্তিক বিনিময়ের কথা বলেছেন। Blau প্রমাণ দিয়েছেন কিভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে।

(a) ঊর্দ্বস্তন ও অধস্তনদের মধ্যেকার বিনিময় সম্পর্ক যত বেশি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে তত বেশি সম্ভাবনা থাকবে ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে বিরোধীতা তৈরী হবার।

(b) মানুষ যত বেশি যৌথভাবে এই ভারসাম্যহীনতা অভিজ্ঞতা করবে তত বেশি বাড়বে তাদের বঞ্চনা বা বঞ্চিত হবার অনুভূতি আর তত বেশি সম্ভাবনা থাকবে বিরোধীতা জন্ম নেওয়ার।

(c) অধস্তনরা যত বেশী যৌথভাবে বঞ্চনা অনুভূত করবে তত তারা এই অনুভূতিকে ভাবাদর্শগতভাবে বিধিবদ্ধ করবে এবং তত বেশি সম্ভাবনা থাকবে বিরোধীতা তৈরী হবার।

(d) বঞ্চিত হবার অনুভূতি যত বিধিবদ্ধ হবে তত অধস্তনদের মধ্যেকার সংহতি বাড়বে ও তার সঙ্গে বাড়বে বিরোধীতাও।

(e) অধস্তনদের মধ্যে সংহতি ও যত বেশি হবে তত তারা তাদের বিরোধীতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবে যোগ্য ও মহৎ কাজ হিসাবে ফলে বিরোধীতা বাড়বে।

(f) ভাবাদর্শগতভাবে অধস্তনদের সংহতি যত বাড়বে তত তারা বিরোধীতা আদর্শ সমাপ্তি (an end in itself) হিসাবে দেখবে ও তার ফলে বিরোধীতা আরও জোরাল হবে।

2.7 বিনিময় তত্ত্ব ও বৃহৎ-কাঠামো (macro-structure)

Blau বিনিময় সম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য করেছেন। বৃহৎ-কাঠামোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উনি সামাজিক আচরণবাদ (Social Behaviourism) এর সাহায্য নেননি কারণ ওনার মতে জটিল সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে কার্যকারী রীতিনীতি ও মূল্যবোধের ব্যাখ্যা করা জরুরী। বৃহৎ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিময় সম্পর্কের থেকেও অপ্রত্যক্ষ (indirect) বিনিময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সদস্যের সঙ্গে বিনিময় সম্পর্কে যুক্ত হয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এখানে জরুরী যে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য কিছু মূল্যবোধ একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে (shared values)। চার ধরনের মূল্যবোধ দেখা যায়—বিশেষীকৃত (particularistic), সার্বজনীন (Universalistic), বৈধ (Legitimate) ও বিরোধী (opposite)। বিশেষীকৃত মূল্যবোধ গোষ্ঠীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করে যেমন দেশপ্রেম। সার্বজনীন

মূল্যবোধ এমন এক আদর্শ যার মাধ্যমে বিনিময় করা পুরস্কারের মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। বৈধ মূল্যবোধ কিছু মানুষের ওপর সাংগঠনিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বিরোধী মূল্যবোধ গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গড়ে তোলে। এভাবে Blau Homans এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক ঘটনা, সংগঠন ও সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করে বিনিময় তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন।

2.8 Blau এর সমালোচনা

সেন (ibid' 100) লিখছেন যে Randal Collins (1997) অনুসারে Blau মানবিক সম্পর্ককে বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রয়াস (cost) ও প্রাপ্তির (reward) হিসাবী প্রচেষ্টা রূপে না দেখে দ্রুত আদর্শ বৃহৎক্ষেত্রিক ধারণায় উপস্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয় Blau বিনিময় প্রক্রিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক (Informal) সম্পর্কের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক (formal) নিয়ন্ত্রণকে নয়। Blau এর মতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে কিন্তু বাস্তবে সব অপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দ্বারা পুষ্ট সাংগঠনিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

Unit-3 ❑ প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ : মৌলিক আলোচিত বিষয়সমূহ

3.1 ভূমিকা

3.2 প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ : পূর্বতনী আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান চিন্তাধারাসমূহ

3.2.1 **William James (1842-1910)** ও আন্ত-সত্ত্বার **(self)** এর ধারণা

3.2.2 **Charles Horton Cooley** : স্বয়ং ও সামাজিক প্রক্রিয়া

3.2.3 **John Dewey (1859-1952)** : প্রয়োগিকতাবাদ ও চিন্তন

3.2.4 আমেরিকান চিন্তনের প্রভাব : আচরণবাদ

3.1 ভূমিকা

প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ বা মিথষ্ক্রিয়াবাদ হল একটি অনুতত্ত্ব, আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ ও চিন্তাবিদ্ George Herbert Mead (1863-1931) এর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Mind, Self and Society এর মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটে। Mead এই তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ হলেও এর নামকরণ করেন Herbert Blumer 1937 সালে। প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ চিন্তাধারার সঙ্গে আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ্রা জড়িয়ে আছেন থেমন Charles Horton Cooley, W.I. Thomas, John Dewey ইত্যাদি। Mead এর গ্রন্থে এইসকল চিন্তাবিদ্ এর ধারণা ও নীতিসমূহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে, Blumer A Kuhn এই তত্ত্বকে আর বিস্তার করেন তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে। নিখিল তত্ত্ব বা macro theoryর সমালোচনা হিসাবেও এই ধারণার বিস্তার ঘটে। ক্রিয়াবাদের মত নিখিল তত্ত্ব ব্যক্তিকে কার্যকর্তা হিসাবে বিবেচনা করতে সক্ষম হয় না। ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব অনুসারে সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির কার্যকারণ। প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদের মূল ধারণা হল যে ব্যক্তি বা কার্যকর্তা (actor) সামাজিক ক্রিয়া ও বস্তুর অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। ব্যক্তির দ্বারা আরোপিত অর্থের পরিণাম হল সামাজিক ক্রিয়া ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া। যেহেতু এই তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর অর্থ তার অভ্যন্তরে প্রকাশিত হচ্ছে না বরং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গঠিত হচ্ছে, সেহেতু এই তত্ত্বে ব্যক্তি বা কার্যকর্তার কার্যক্ষমতা (action) বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হচ্ছে যা অন্যান্য নিখিল তত্ত্বে অন্যান্য পাওয়া যায় না।

3.2 প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদ : পূর্বতনী আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান চিন্তাধারাসমূহ

প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদের ধারণাসমূহ অনুপ্রেরণা পেয়েছে বিভিন্ন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, ইউরোপ ও আমেরিকার যাঁরা 1880 ও 1935 মধ্যে লেখালিখি করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন William James (1842-1920) ও তার আত্ম-সত্ত্বার (self) ধারণা। John Dewey (1859-1952)র প্রায়োগিকতাবাদ (pragmatism), এবং Charles Horton Cooley (1864-1929)র আত্ম-সত্ত্বা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারমত্রা। এছাড়াও আমেরিকান আচরণবাদ (Behaviourism) ও Darwinism এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

3.2.1 William James (1842-1910) ও আত্ম-সত্ত্বার (self) এর ধারণা :

Havard এর মনস্তত্ত্ববিদ William James সর্বপ্রথম আত্ম-সত্ত্বা বা স্বয়ং (self) এর ধারণাটি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে মানুষের বা ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে নিজেকে বস্তু হিসাবে দেখার ও নিজের প্রতি অনুভূতি (self feelings) ও মনোভাব (attitudes) তৈরি ও প্রকাশ করার। সত্ত্বার এই বিশেষ ক্ষমতা ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। James আত্মসত্ত্বার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেন: (i) বস্তুভিত্তিক (material) সত্ত্বা; (ii) সামাজিক (social) সত্ত্বা ও আধ্যাত্মিক (spiritual) সত্ত্বা। এর মধ্যে সামাজিক সত্ত্বার (social self) এর ধারণাটাই আন্তঃক্রিয়াবাদিক গ্রহণ করেছেন যার মূল ধারণা হল যে ব্যক্তির নিজের সত্ত্বার প্রতি অনুভূতি তৈরি হয় অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। তবে মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে James মনের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ওপর বেশি মনসংযোগ করেছেন।

3.2.2 Charles Horton Cooley — স্বয়ং ও সামাজিক প্রক্রিয়া :

Cooley স্বয়ং এর ধারণা আরও পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ করেছিলেন। স্বয়ং এর ধারণাগত প্রক্রিয়া, Cooleyর মতে, তখনই ঘটে যখন ব্যক্তি নিজের আত্মসত্তাকে নিজের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যেকার বস্তু হিসাবে দেখতে সক্ষম হয়ে। Cooley এটাও উপলব্ধি করেন যে স্বয়ং এর ধারণা অন্যান্যদের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়। মানুষ যত একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, তত তারা একে অপরের ব্যবহারিক ভঙ্গিমার অর্থ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে নিজের সত্ত্বার মূল্যায়ন করে। নিজের আত্ম-সত্ত্বা বা স্বয়ং এর প্রতিকৃতি, আত্ম-অনুভূতি (self-feeling) ও মনোভাব সে অন্যের ভঙ্গিমার (gestures) অর্থ ব্যাখ্যা করে, ভেবে নিতে বা বুঝে নিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে Cooley আখ্যা দিয়েছেন Looking Glass self বলে। এখানে অন্যের ভঙ্গিমা আয়নাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে নিজের পারিপার্শ্বিকের অন্যান্য বস্তুর মত। Cooley এটাও বলছেন যে আত্ম-সত্ত্বা বিকাশ ঘটে

যখন ব্যক্তির আদান-প্রদান গোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে ঘটিত হয়। এইখানে উনি 'প্রাথমিক গোষ্ঠীর' (Primary Groups) এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। Cooleyর মতে looking glass self পদ্ধতিটি অনেক বেশি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তা কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে ঘটে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর মত ক্ষুদ্র কিন্তু ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক জড়িত প্রেক্ষাপট ব্যক্তির আত্ম-অনুভূতি ও মনোভাব উদ্ভূত হওয়ার জন্য খুব জরুরী। Cooley দেওয়া স্বয়ং এর ব্যাখ্যা এটাই প্রতিষ্ঠিত করছে যে আত্ম-সত্ত্বা ধারণা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতীকি যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ওনার এই ধারণা পরবর্তীকালে G. H. Mead চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

3.2.3 John Dewey (1859-1952) : প্রয়োগিকতাবাদ ও চিন্তন

John Dewey ছিলেন Cooleyর সহকর্মী ও উনি বহুদিন G. H. Mead এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। Dewey। প্রায়োগিকতাবাদ (pragmatism) চিন্তাধারার অন্যতম প্রবক্তা। ওনার মতে, মানুষ ক্রমাগত নিজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া প্রক্রিয়া চালু রাখে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টত্রা করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রকাশ পায়। Deweyর মতে চিন্তা করা ক্ষমতা মানুষের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এবং মন (mind) কোন কাঠামোগত বস্তু নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া যা উদ্ভূত হয় মানুষের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টা থেকে। মন একটি বিশে, ক্ষমতাশালী প্রক্রিয়া যা মানুষকে নিজের পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করবে তা বুঝতে সাহায্য করে। মন মানুষকে সেই ক্ষমতা দেয় যার দ্বারা মানুষ তার পরিবেশে অবস্থিত বস্তুসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে, বস্তুসমূহ সম্পর্কিত কার্য-প্রণালী কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে পারে এবং সবশেষে সেই কার্যপ্রণালী বেছে নিতে পারে যার সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব হয়। Dewey মন (mind)কে বস্তু আখ্যা না দিয়ে, মানিয়ে চলার প্রক্রিয়া (process of adjustment) প্রক্রিয়া হিসাবে ধারণা দিচ্ছেন যা পরবর্তীকালে Mead এর চিন্তা ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করে।

3.2.4 আমেরিকান চিন্তনের প্রভাব : আচরণবাদ

Mead নিজেকে আচরণবাদী মনে করতেন কিন্তু তিনি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া যান্ত্রিক সম্পর্ক ঘিরেই শুধু চিন্তাভাবনা করেননি। উনি এটা মেনে নিয়েছিলেন যে পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনাই মানুষের কর্মশক্তিকে প্রভাবিত করে। আচরণবাদ ও প্রায়োগিকতাবাদ সংযোজিত করে Mead বলেন যে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও সে শুধুমাত্র সেই আচরণগুলি শিখে নেয় যা তাকে পুরস্কৃত করবে বা তার কোন চাহিদা পূরণ করবে ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করা। এই চিন্তাধারার সঙ্গে Mead আরও একটি চিন্তাধারা সমন্বয় ঘটান। তা হল Darwinism। Darwinism এর মূলনীতি হল যে সব প্রক্রিয়া মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে তা শেষ অবধি বজায় থাকে।

Unit-4 ❑ Mead ও Blumer এর ভূমিকা

4.1 George Herbert Mead (1863-1931) এর ভূমিকা

4.1.1. মন (Mind)

4.1.2 স্বয়ং বা সত্তা (Self)

4.1.3 সমাজ (Society)

4.1.4 Mead এর সমালোচনা

4.1.5 Mead এর অবদান

4.2 Herbert Blumer (1900-1987) এর ভূমিকা

4.2.1 প্রতীকি-আন্তঃক্রিয়াবাদের মূলনীতি-সমূহ

4.2.2 Blumer এর মূলনীতি

4.2.3 গবেষণা প্রণালী — Blumer এর চিন্তাধারা

4.2.4 Blumer এর অবদান ও সমালোচনা

4.1 George Herbert Mead (1863-1931) এর ভূমিকা

আন্তঃক্রিয়াবাদ (interactionism) এর ক্ষেত্রে Mead এর সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল এটাই যে উনি James, Cooley আর Dewey সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলি সংকলিত করে এক ভিন্ন তত্ত্বের জন্ম দেন যার মাধ্যমে তিনি দেখান যে কিভাবে মানবমনের জন্ম, মানবসত্তার জন্ম ও সামাজিক কাঠামো উৎস মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। Mead দুটি মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করেন— (i) মানুষ যেহেতু অপেক্ষাকৃতভাবে শারিরীকভাবে দুর্বল প্রাণী তাই বেঁচে থাকার জন্য গোষ্ঠীজীবনের প্রেক্ষাপটে একে অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন ও (ii) যে সব আন্তঃগোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর জীবনের অন্তর্গত আচরন সহযোগিতা সহায়ক এবং সেই সূত্রে মানুষের অস্তিত্ব সহায়ক তা বজায় থাকে। এই ধারণার ভিত্তিতে ও অন্যদের চিন্তাধারাগুলি পুনঃঘটিত করে Mead দেখান তাঁর তত্ত্বে কিভাবে মন, সামাজিক সত্ত্বা বা স্বয়ং ও সামাজিক কাঠামোর জন্ম, অস্তিত্ব ও পরিবর্তন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

4.1.1 মন (Mind)

Deweyকে অনুসরণ করে Mead মনের কিছু বিশেষ ক্ষমতা চিহ্নিত করেন। সেইগুলি হল

(i) মন প্রতীক ব্যবহার করে পরিবেশে অবস্থিত বস্তু সকলকে চিহ্নিত করে; (ii) বস্তুর প্রতি যে বিভিন্ন বিকল্প কার্যকারণ গ্রহণ করা সম্ভব তা আত্মগোপনে পর্যালোচনা করে ও (iii) অনুপযোগী ক্রিয়া দমিত করে, উপযোগী ক্রিয়া নির্ধারণ করে তা প্রত্যক্ষ করা। প্রতীক ও ভাষার এই গোপন পর্যালোচনাকে Mead, imaginative rehearsal আখ্যা দেন যা ওনার ধারণা যে মন যে আসলে প্রক্রিয়া তা (mind as process) প্রকাশ করে। (Turner (2001 : 314) লিখছেন যে পরবর্তী আলোচনায় এটাই দেখা যাবে যে মনের এই বিশেষ কার্যক্রম পর্যালোচনা করার ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই সমাজের জন্ম ও অস্তিত্ব রক্ষণ ও গোষ্ঠীর জীবনে সহযোগিতা সম্ভব।

মন নিয়ে Mead এর আলোচনা বেশির ভাগটাই নিবদ্ধ করেছেন যে এই ক্ষমতা, চিন্তা করার, মহড়া দেবার কিভাবে গনে উঠেছে। যতক্ষণ মানব-শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতা জন্ম নিচ্ছে, সমাজ বা স্বয়ং এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আচরণবাদ, প্রায়োগিকতাবাদ ও Darwinism এর নীতিসমূহ মেনে নিয়ে Mead বলছেন যে শিশু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি থেকে সেইগুলি বেছে নিতে শেখে যা অনুকূল ও সহায়ক প্রতিক্রিয়া দেয় তাদের কাছ থেকে যাদের ওপর শিশুটি নির্ভরশীল। এই নির্ধারণ প্রক্রিয়া দুইভাবে ঘটে—বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে (trial and error method) যাতে করে শিশুটি বুঝতে শেখে যে তার কোন ভঙ্গিমাগুলির অনুকূল প্রতিক্রিয়াদের পরিবারের লোকজনের কাজ থেকে, বা পরিবার বা যাদের সহযোগিতার উপর শিশুটি নির্ভর করে তাদের দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে। এর ফলে একটা সময় শিশুটিও তার নির্ভরতার মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সহযোগিতার আচরণ, ভঙ্গিমা ও প্রতিক্রিয়ার এক সম অর্থ তৈরি হয় (common meaning)। ভঙ্গিমা ও আচরণ তখন একই বস্তু সূচিত করে বা চিহ্নিত করে। শিশুটিও তার পরিবারের কাছে। যেই ভঙ্গিমাগুলি সম অর্থ লাভ করে তাদের Mead বলছেন conventional gesture বা রীতিগত ভঙ্গি রীতিগত ভঙ্গিগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া আরও সম্যক ও যথাযথ হয়ে ওঠে। চাহিদা সুব্যক্তভাবে জানানো যায়, যথাযথ সহায়ক কার্যক্রম ভেবে নিতে পারা যায়, ফলে মানুষের মানিয়ে নেওয়া ক্ষমতা বহুগুন বেড়ে যায়।

রীতিগত ভঙ্গিগুলির অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষমতা একটি বিশেষ পর্যায় চিহ্নিত করে মন, স্বয়ং ও সমাজের বিকাশ লাভের জন্য। ভঙ্গিমা প্রত্যক্ষ করা ও তার অর্থ বুঝে নেওয়া থেকে ব্যক্তি অনুমান করে নিতে পারে অন্যের প্রবণতা, চাহিদা প্রবৃত্তি যাদের সহযোগিতা বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। ব্যক্তি imaginative rehearsal বা কল্পনাশ্রয়ী মহড়ার দ্বারা কার্যক্রম ভেবে নিতে পারে রীতিগত ভঙ্গিমাগুলির দ্বারা। ব্যক্তি নিজেকে অন্যের জায়গায়/ভূমিকায় কল্পনা করতে পারে ("take the role of the other"), Mead এর মত বা ধারণা অনুযায়ী। এতে ব্যক্তির পক্ষে অন্যের প্রতিক্রিয়া অনুমান করে নেওয়া আরও যথাযথ হয় ও সহযোগিতাভিত্তিক মিথস্ক্রিয়া সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই মানুষ বা ব্যক্তি যখন কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে— (i) রীতিগত ভঙ্গির অর্থ বোঝার ক্ষমতা, (ii) অর্থ বুঝে নিয়ে তা ব্যবহার করে অন্যের ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করা ও (iii) বিকল্প কার্যক্রমের কল্পনাশ্রয়ী মহড়া

দেওয়া, তখন Mead এর মতে সেই ব্যক্তি/মানুষ প্রাণী মনের অধিকারী হয়ে ওঠে।

4.1.2 স্বয়ং বা সত্তা (self)

James এবং Cooleyর বক্তব্য অনুযায়ী Mead বলছেন যে ব্যক্তি নিজেকেও অন্যান্যদের মত একটা বস্তু হিসাবে প্রতীকের দ্বারা চিহ্নিত করতে পারে। মূল্যায়ন করতে পারে ও সহযোগিতার নিশ্চিত করতে পারে। এটি মনের বিশেষ ক্ষমতা মনের এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মানুষ যত পরিণত হয়। অন্যদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান থেকে তৈরী হওয়া স্বল্পকালস্থায়ী আত্ম-প্রতিকৃতি (transitory self-images) স্ফটিকীকরণ (crystalization) ঘটে এবং তা যথাযথ ও স্থির আকার নেয় যাকে আত্ম-সম্পর্কে ধারণা (self-conception) বলা হয়। আত্ম বা স্বয়ং সম্পর্কে যথাযথ ধারণা স্থির আকার নেওয়ার জন্য ব্যক্তি পরিণত ও রীতিমাফিক কার্য করতে পারে কারণ সে তখন নিজের ও কিছু বিশেষ, অন্য ব্যক্তির মনোভাব, কাজের অর্থ ও প্রবণতা বা প্রবৃত্তি বুঝে নিতে পারে যথাযথভাবে।

স্বয়ং-এর ধারণার এই স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে বা পর্যায়ে Mead ব্যাখ্যা করেছেন—

(i) প্রথম পর্যায় বা স্তর বা ধাপ হল Play বা খেলার স্তর। প্রথমে একটি শিশু অর্থহীন অনুকরণ করে। পরে খেলা বা play স্তরে সে কাছের কয়েকজন মানুষের ভূমিকা কল্পনার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। প্রথমে কয়েকজন নিকট ব্যক্তি যেমন মা, বাবা, শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অনুকরণ করতে শেখে, তাদের ভূমিকা-আশ্রয় করে, পরে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকের ভূমিকা, যারা কোন সংঘটিত কাজে যুক্ত, তাদের ভূমিকাও কল্পনাশ্রয়ে গ্রহণ করতে শেখে। (ii) এর মাধ্যমে পরবর্তী স্তরে উপনীত হয় যাকে Mead বলছেন game স্তব। এই স্তর বোঝাতে Mead Baseball খেলার উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে প্রত্যেক খেলোয়াড় অন্য খেলোয়াড়ের ভূমিকাগুলিতে নিজেকে উপস্থাপন করে ও সাফল্যের সঙ্গে খেলতে পারে। (iii) তিন নম্বর বা অন্তিম স্তর হল যখন ব্যক্তি সামান্যকৃত অপর বা 'generalised others' ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় বা বৃহৎ সমাজের মনোভাব সকলের (community of attitudes) মধ্যে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে। অর্থাৎ পরিণত হতে থাকা শিশু (ব্যক্তি)। বৃহৎ সমাজের সাধারণ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি মেনে চলতে শেখে। এর ফলে যা হয় ও (ii) শুধুমাত্র মাত্র নিকট কয়েকজনের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে নয়, সমগ্র সমাজের মানদণ্ডে বা চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে।

Mead এর দেওয়া স্বয়ং এর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি স্বয়ংকে নিস্ক্রিয় বা passive হিসাবে দেখছেন না। বরং স্বয়ংকে সবসময় সমাজ বা গোষ্ঠীর অঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে ও তার সক্রিয় রূপকে বুঝতে হবে।

4.1.3 সমাজ (Society) :

Mead এর মতে বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যেকার সংগঠিত ও রীতিমাফিক মিথস্ক্রিয়াই হল সমাজ বা

প্রতিষ্ঠানের প্রতীক বা প্রতিনিধি। মনের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া, সংঘটিত মিথস্ক্রিয়া গঠন করা সম্ভব নয়। অন্যের ভূমিকা গ্রহণ ও কল্পনাশ্রয়ী মহড়া ছাড়া ব্যক্তি নিজের কাজ সংগঠিত করতে পারবে না। সমাজ-গঠন আবার স্বয়ং-এর বিশেষ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি যদি নিজেকে সমাজের মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে না শেখে তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে না। মানুষ যদি শুধুমাত্র কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নিজের মূল্যায়ন করে তাহলে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোন কাজ সংঘটিত করা যাবে না। Mead তার মন ও স্বয়ং সম্পর্কে ধারণার ওপর ভিত্তি করে সমাজের গড়ে ওঠাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ওনার মতে সমাজ হচ্ছে প্রবাহমান ও তাই নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি কখন অন্যের ভূমিকা গ্রহণ করছে বা কার্যক্রমে মহড়া দিচ্ছে তখন সে প্রতিনিয়ত নিজের আচরন ও প্রতিক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস করছে (readjust)। স্বয়ং এর ধারণা ও পরিবর্তনশীল কারণ তা আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার মধ্যেকার একটি বস্তু। স্বয়ং-এর ধারণা পরিবর্তন হলে অন্যদের ভঙ্গিমার অর্থ নির্ধারণ, কার্যক্রমের মহড়া, বিকল্প কার্যক্রমের মহড়া সবের ওপরই প্রভাব পড়বে। Mead এর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাই এটাই ব্যক্ত করে যে মন এর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও স্বয়ং এর মধ্যস্থতার করার প্রভাব সামাজিক সংগঠনকে একাধারে চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল চরিত্র দান করেছে।

এছাড়াও Mead আরও বলেছেন যে পরিবর্তন আগে থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয় কারণ যে ব্যক্তি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার? জন্ম দিচ্ছে সে নিজেই বহু স্বয়ং এর অধিকারী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বয়ং এর প্রকাশ ঘটে। Mead এর ব্যাখ্যায় স্বযং এর দুই রূপ (এই ধারণা তিনি James এর চিন্তাধারা থেকে আহরণ করেছিলেন)— 'I' and 'Me' 'I' হল অন্যের প্রতি ব্যক্তির অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আর 'me' ব্যক্তির সেই আত্ম-প্রতিকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে যা আচরণ করার পর তৈরী হয়। অন্যের সংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তি গ্রহণ করেছে বা শিখেছে তার প্রতিনিধি হচ্ছে 'Me', 'I' রে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ পূর্ব নির্ধারিত করা সম্ভব নয়, তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব না, কারণ একমাত্র অভিজ্ঞতার দ্বারাই 'Me' বুঝতে পারে কি ঘটেছে এবং তার কি ফলাফল হবে। যখন স্বয়ং কার্যকর্তা রূপে থাকে তখন 'I' প্রকাশ পায়, যখন বস্তু হিসাবে থাকে তখন 'Me' প্রকাশ পায় (চক্রবর্তী; 109)। Mead সমাজকে নির্মিত বা Constructed বস্তু রূপে দেখেন যা মন ও স্বয়ং এর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও পরিবর্তনশীল চরিত্রর জন্য নিজেও প্রবাহমান ও পরিবর্তনশীল। সমাজ Meadএর কাছে হল সেই নির্মিত, সংগঠিত কার্যকারণ যার জন্ম ও পরিবর্তন নির্ধারণ করছে প্রতীকি আন্তঃক্রিয়া যা বিভিন্ন কার্যকর্তার মধ্যে ঘটে চলেছে।

4.1.4 Mead এর সমালোচনা :

Mead কে সমালোচিত হতে হয়েছে কারণ তিনি সেই ধারণাগুলি ব্যবহার করেছেন সমাজ ও সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য তা খুবই অস্পষ্ট। মানুষ ও সমাজের কি যোগাযোগ সেটা

বোঝা গেলেও কি ভাবে ব্যক্তির ভিন্ন ক্রিয়া সমাজে পরিবর্তন আনে বা সমাজের ভিন্ন পরিবেশে কিভাবে মন ও স্বয়ং চরিত্র পুনর্গঠিত করে এই আলোচনায় Mead খুব একটা বিবরণ দেননি। যার জন্য এটাই মনে হয় যে সমাজ মন ও স্বয়ংকে নির্ধারণ করছে যেখানে Mead বলতে চেয়েছেন মন ও স্বয়ং সমাজকে নির্ধারণ করছে। Meadকে সে অর্থে রক্ষণশীল হিসাবে সমালোচনা করা যায় কারণ উনি ব্যাখ্যায় যাননি যে সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও ব্যক্তি নিজের সৃজনশীলতা কতটুকু বজায় রাখতে পারে।

4.1.5 Mead এর অবদান :

Mead এক নতুন চিন্তাধারা জন্ম দিয়েছেন যেখানে সামাজিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া যোগসূত্র তৈরী করেছে। চক্রবর্তী (ibid, 110) লিখছেন যে সে অর্থে Mead জ্ঞানের সমাজতত্ত্বের কে অন্যতম পথিকৃৎ। পূর্বতনীদের চিন্তাধারা সংযোজিত করে Mead যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক ভূমিকা তত্ত্বের উন্মেষ ঘটেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও Mead এর অবদান রয়েছে। সামাজিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কার্যকর্তার (actor) এর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়েছেন Mead। তবে এই ক্ষেত্রে Cooley সঙ্গে Mead এর পার্থক্য এইখানে যে তিনি কেবল মানসিক জগৎ নিয়ে ব্যাখ্যা করেননি। ওনার কাছে সমাজের বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি ও সমাজের যোগাযোগ তৈরী হয়। Mead এর তত্ত্বর আরও অবদান এখানেই যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার অনন্য পারস্পরিক সম্পর্ক যা একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও স্বতন্ত্র তা বজায় রাখছে, সেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা।

4.2 Herbert Blumer (1900-1987) এর ভূমিকা

সব আন্তঃক্রিয়াবাদ তত্ত্ব Mead এর সংযোজিত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত। এদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism) সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে Mead এর চিন্তাধারার দ্বারা। Herbert Blumer, Mead এর তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এবং এই চিন্তাধারাকে প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ নামে তিনিই অভিহিত করেন 1937 সালে। কিন্তু তত্ত্বের মূলনীতিসমূহ নিয়ে Chicago School ও Iowa School এর মধ্যে ধারণাগত বিবাদ তৈরি হয়। Blumerকে Chicago School এর প্রতিনিধি ও Manford Kuhnকে Iowa School এর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়।

4.2.1 প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ :

Blumer (1969) এর রচনা থেকে আমরা প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূলনীতিসমূহের ধারণা পাই। Blumer ছাড়াও Manis and Meltzer (1978) ও A. Rose (1962) প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের এই মূল নীতিগুলি বিবৃতি করেন। সেগুলি হল—

(i) মানুষের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে চিন্তা করার

(ii) মানুষের এই ক্ষমতা মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত

(iii) মিথস্ক্রিয়া ও আদানপ্রদানের সময় মানুষ, অর্থ ও প্রতীকের ব্যবহার শেখে যাতে তার চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে।

(iv) অর্থ নির্ধারণ ও প্রতীকের ব্যবহারে মানুষের বিশেষ মানবীয় ক্রিয়া, কার্যক্রম ও আন্তঃক্রিয়া প্রকাশ পায়

(v) পরিস্থিতির সংজ্ঞার অর্থ নির্ধারণের দ্বারা মানুষ কার্যক্রম ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে অর্থ ও প্রতীক ব্যবহার পরিবর্তন আনতে পারে।

(vi) মানুষ অর্থ ও প্রতীক ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে কারণ সে নিজের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে সক্ষম ও কোন কার্যক্রমের কি ফলাফল হবে কতটা সফলতা আসবে, তা বুঝে নিতে সক্ষম।

(vii) কার্যক্রম ও মিথস্ক্রিয়ার ছন্দ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যার থেকে গোষ্ঠী ও সমাজ জন্ম নেয়।

4.2.2 Blumer এর মূলনীতি

প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূলনীতি নির্ধারণ করার সময় Blumer এই তত্ত্বকে আচরণবাদ ও কাঠামোভিত্তিক ক্রিয়াবাদ (Structural functionalism) থেকে পৃথক রূপ দিতে যথাযথ চেষ্টা করেন। Blumer এর মতে আচরণবাদ ও কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ মানুষের আচরণের ওপর উদ্দীপক ও নীতির প্রস্তাবের ওপর জোর দেয়। কিন্তু মানুষের বিশেষ ক্ষমতা যার দ্বারা সে কার্যক্রম ও আচরণের অর্থ নির্ধারণ করতে পারে তা এই তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি। Blumer সবরকম মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন যা মানুষের বা কার্যকর্তার অর্থ বা মানে নির্মাণ (construct meaning) করার ক্ষমতার ব্যাখ্যা ওপর জোর দেয়নি। একই সঙ্গে Blumer সেই সব sociologistic তত্ত্বের বিরোধিতাও করেন যারা মানুষের আচরণ ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করছে বৃহত্তর সামাজিক শক্তি বা forces এর দ্বারা, যারা সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ইত্যাদির ওপর জোর দিয়ে থাকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করার সময়। Blumer এবং অন্যান্য প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ ধারণা গোষ্ঠী মূলত Mead এর তত্ত্ব থেকে প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ আহরণ করেছেন এবং এই নীতিসমূহ নিয়ে এদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তা হল—

i) মানুষ প্রতীক ব্যবহার করতে সক্ষম, অন্যান্য স্তনপায়ীদের তুলনায় মানুষের তার জাগতিক ও মানসিক চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। মানুষের এই

ক্ষমতা প্রতীকি অর্থ তৈরি করার, এর থেকে সামাজিক সংগঠনের জন্ম, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সম্ভব হয়ে থাকে। প্রতীক ব্যবহার করেই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

ii) মানুষ প্রতীক ব্যবহার করে ভাবের আদানপ্রদান করে থাকে। এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ সংগঠিতভাবে প্রতীকের অর্থ নির্মাণ করে। শব্দ ও ভাষার ব্যবহার ছাড়াও, মুখের ভঙ্গিমা, গলার স্বর ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রতীকি আদানপ্রদান (symbolic communication) চালনা করা হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন এইগুলি সংগঠিত গোষ্ঠীর কাছে একই মানে বা অর্থ বহনকারী হবে।

iii) Blumer ও অন্যান্য আন্তঃক্রিয়াবাদীরা, Mead এর চিন্তাধারা যে ব্যক্তি অন্যের ভূমিকা কল্পনা করে নিতে পারে (taking the role of the other), এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভূমিকা কল্পনা করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে মূল কার্যসাধন পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয় যার দ্বারা আন্তঃক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি একে অপরের মনের কথা বুঝে নিতে পারে, ও পরে কি প্রতিক্রিয়া দেবে তা কিছু মাত্রায় প্রত্যাশা করতে পারে ও একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। তবেই মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয় ও তা থেকে সামাজিক সংগঠনের ধারাবাহিকতা ও ছন্দ বজায় থাকে।

iv) Mead ব্যাখ্যা করেছিলেন মন, স্বয়ং ও সমাজ কিভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত। Blumer ও আন্তঃক্রিয়াবাদীরাও মানবীয়তার (humanness) এর প্রারম্ভের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার রীতির সম্পর্কের কথা বলে থাকে। অর্থাৎ এখানে মনের এর প্রারম্ভ, বিকাশ, বিশেষ ক্ষমতার জন্য ব্যক্তি প্রতীকের সাহায্য তার কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। সেটাই হচ্ছে মানবীয়তা অর্জনের প্রথম ধাপ। মনের ক্ষমতার জন্য মানুষ মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হচ্ছে ও কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। এছাড়াও Blumer ও আন্তঃক্রিয়াবাদীরা 'মন' এর ধারণার পুনর্গঠনের মাধ্যমে W.I. Thomas এর'definition of the situation' বা পরিস্থিতির সংজ্ঞাটি সংযোজিত করেছেন। মনের বিশেষ ক্ষমতার জন্য ব্যক্তি প্রত্যেক পরিস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে। এতে যথাযথ কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারে ব্যক্তি। পরিস্থিতির সংজ্ঞা বিচার করতে গেলে 'স্বয়ং' এর ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্ম-সত্তার ধারণা ও আত্ম-প্রতিকৃতির ধারণা সুস্থিত হওয়া প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি নিজেকে সামাজিক পরিস্থিতিতে বস্তু হিসাবে কল্পনা করতে পারে। ব্যক্তি যেমন সংজ্ঞায়িত করবে সামাজিক পরিস্থিতি সেই চরিত্র ধারণ করবে আবার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হলে সমাজ জীবনেও পরিবর্তন আসবে।

v) Blumer বলছেন যে ব্যক্তি সকল বস্তু, বিষয় ও ব্যক্তিকে মিথস্ক্রিয়া পরিস্থিতিতে স্থাপন

করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তি অন্য বস্তু, বিষয় ও ব্যক্তির অর্থ তৈরি করে, অর্থ বস্তুর অন্তরে থাকে না তা নির্মাণ করা হয়। এবং অর্থের জন্ম হয় সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। এই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে স্বয়ং বা self একটি বিষয় যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর অনুমান স্থাপন করা যায়। এছাড়াও ব্যক্তিগত ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ব্যক্তি নিজতার মিথস্ক্রিয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে ও তার নিজের আচরন যেহেতু সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিশ্চিত তাই পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি-নির্মিত অর্থ ও সংজ্ঞা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক পরিস্থিতি সবসময় পরিবর্তনশীল।

iv) Blumer জোর দিয়েছেন ভূমিকা গ্রহণ (Role-taking) করার প্রক্রিয়ার ওপর যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে বিভিন্ন ভঙ্গিমার জন্ম দিতে পারে ও অন্যের ভঙ্গিমার অর্থ অনুমান করতে পারেন। Blumer ও Chicago school এর মতে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া মূলত বেশির ভাগটাই নির্মাণ করা। এই প্রক্রিয়ার ব্যক্তি একে অপরকে বস্তু হিসাবে দেখে। সকল বস্তুর মধ্যে আত্ম-সত্ত্বা বা self ও এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এছাড়াও কিছু প্রত্যাশাভিত্তিক কাঠামো রয়েছে যেমন নীতি (norms) ও মূল্যবোধ (values), যা মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। মিথস্ক্রিয়া পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি বিভিন্ন প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন ব্যক্তি। গোষ্ঠীর অন্তর্গত কার্যক্রিয়া বোঝার জন্য ব্যক্তিকে সমগ্র প্রতীকের দ্বারা চিহ্নিত বস্তুর ধারণা রাখা প্রয়োজন।

vii) কার্যকর্তা বা ব্যক্তি পরিস্থিতির সংজ্ঞা তৈরি করে সম্মেলিত বস্তু ও বস্তুর প্রতি বিভিন্ন প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে। এই সংজ্ঞা এক সাধারণ নির্দেশিকা-কাঠামোর ভূমিকা (frame of reference) পালন করে, যার মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী মহড়ার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে mapping বলা হয়। কোন বিশেষ কার্যসূচী অবলম্বন করা হবে তা নির্ধারণ করা হচ্ছে এক জটিল প্রতীকি প্রক্রিয়া। কার্যকর্তা মূলত মূল্যায়ন করে অন্য ব্যক্তিদের চাহিদা, নিজের সম্পর্কে ধারণা, প্রথাসিদ্ধ চাহিদা ইত্যাদি। আচরন প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরে পরিস্থিতির সংজ্ঞা পুনর্গঠিত হওয়া সম্ভব, remapping ও হতে পারে। এর কারণ হচ্ছে যে পরিস্থিতিতে নতুন বিষয় ও বস্তুর সংযোজন ও পুরোনো বিষয়ের বিদায় যা পরিস্থিতির সংজ্ঞা পরিবর্তিত করে দিতে পারে। তাই Blumer এর মতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া হল একটি সৃজনশীল, পরিবর্তনশীল ও নির্মিত বাস্তব এবং এর থেকে উদ্ভূত সামাজিক কাঠামো সবসময় পরিবর্তন সাপেক্ষ। ব্যক্তি বা কার্যকর্তা এখানে শুধুমাত্র একজন বাহন না যিনি সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী আচরন করছেন। ভূমিকা পালনের সময় ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতি ভিন্ন ভিন্ন মানে বহন করে ব্যক্তি কাছে। আর মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি যেহেতু প্রতীকি তা ব্যক্তির

আচরনের দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকে।

viii) Blumer এর মতে সামাজিক সংগঠন বা কাঠামো এক সাময়িক বাস্তব যা সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে। উনি সামাজিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি কিন্তু ব্যক্তি বা কার্যকর্তার কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। ব্যক্তির পরিস্থিতির সংজ্ঞা অনুযায়ী কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক সংগঠনকে উনি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখছেন কাঠামো হিসাবে নয়। অনেক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কর্মসূচী নির্ণয় করে। কাঠামোবাদী তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা সম্ভব।

4.2.3 গবেষণা প্রণালী---Blumer এর চিন্তাধারা

প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি সমালোচনা করে Blumer বলেন যে প্রতীকি মিথস্ক্রিয়ার যে প্রক্রিয়া কার্যকর্তা নিরন্তর ও অবিরাম ঘটিয়ে চলেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। গবেষণা প্রণালীকে ও এক অবিরাম প্রতীকি মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা প্রয়োজন। বিষয় নির্বাচনের পর উপযুক্ত প্রণালী বেছে নিতে হবে। সেই গোষ্ঠীর নিয়ে গবেষণা তাদের ভূমিকা গ্রহণ (role-taking) করে তাদের মন ও স্বয়ং এর ধারণা জানতে হবে। Blumer sensitizing concepts বা সংবেদী ধারণার কথা বলেন। সংবেদী ধারণা সুনির্দিষ্ট ধারণা নয় কারণ যে বস্তুর ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তা নিজেই একটি নির্মিত বাস্তব, সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাই এই নির্মিত বাস্তব সম্পর্কে সংবেদী ধারণা কিছু সূত্রের জন্ম দেয় যার থেকে বিষয় সম্পর্কে প্রত্যয়ের জন্ম হয়—যার ভিত্তিতে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতাকে চিহ্নিত করে গবেষণা করা সম্ভব। সংবেদী ধারণাকে পরবর্তীকালে পরিশীলিত করে তাত্ত্বিক বিবৃতি দেওয়া সম্ভব বলে Blumer মনে করেন।

অভিজ্ঞতামূলক সমাজ নিয়ে গবেষণা করার জন্য Blumer দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন (i) আবিস্কার বা exploration ও (ii) Inspection বা পরিদর্শন।

i) আবিস্কারের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও সেই পর্যবেক্ষণের অবিরাম সংশোধন করা হয়। এই ক্ষেত্রে গবেষক নিত্যনতুন বিষয়ের দিক আবিস্কার করার সাথেসাথে গবেষণা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন। আবিস্কারের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কৌশলগুলি ব্যবহার হয় তা হল পর্যবেক্ষণ্ সাক্ষাৎকার, কার্যকর্তা ও গোষ্ঠীর কথোপকথন শোনা, স্থানীয়ভাবে সম্প্রচারিত Radio programme, TV programme ইত্যাদি। এছাড়াও জীবন ইতিহাস (life history) সংক্রান্ত নথিপত্র, Diary চিঠিপত্র, গোষ্ঠী অন্তর্গত আলোচনা চক্রের সাহায্য নেওয়া যায়। (ii) পরিদর্শন পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষক ধারণাগুলিকে পর্যবেক্ষণের দ্বারা সংশোধিত করতে থাকে ও অন্য ধারণার সঙ্গে সংযোজিত করে তাত্ত্বিক বিবৃতি নির্মাণ করতে পারে। Blumer আরোহী বা inductive পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেন। এই পদ্ধতিতে বাস্তব পরিস্থিতি, পরিবর্তনশীল মিথস্ক্রিরা প্রণালী পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্ব তৈরী করা

সম্ভব। Blumer এর পদ্ধতি পরিসংখ্যানবাদ পদ্ধতির (quantitative method) এর বিকল্প হিসাবে প্রকাশ পায়।

4.2.4 Blumer এর অবদান ও সমালোচনা

Blumer এর প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব নির্মাণের এক বিকল্প পদ্ধতি দিয়েছে যা অনুসমাজ তত্ত্বের অন্তর্গত। ভূমিকা গ্রহণ, সংজ্ঞা নির্মাণ, মূল্যায়ন ও দারণা বোঝার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে Blumer বুঝিয়েছেন যে সদা পরিবর্তনশীল ও নির্মিত বাস্তবের ওপর আরোহ পদ্ধতির দ্বারা গবেষণা করা সম্ভব। যেহেতু এই তত্ত্বের ভিত্তিতে রয়েছে ব্যক্তির মনন নির্মাণ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সেহেতু সমাজতত্ত্বের মূলস্রোতে এর স্থান নীচের দিকে। অন্যদিকে প্রতীকি মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব সমালোচিত হয়ে থাকে কারণ বৃহত্তর সামাজিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণে (macro social structure) এর দক্ষতা অনুসামাজিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের সমান নয়।

Mead ও Blumer নিজেদের তত্ত্বে এটা পরিস্কার করতে পারেননি যে কোন বিশেষ ধরনের মিথস্ক্রিয়ার ফলে কোন বিশেষ, সামাজিক কাঠামোর উৎপত্তি ও পরিবর্তন হয়। চক্রবর্তী (ibid; 116) লিখছেন Chicago school ভগ্নস্বত্তা বা fragmented self নিয়ে লিখেছে কিন্তু অপরদিকে ব্যক্তির একাধিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া হয় নি।

Ritzer (2000; 371) লিখছেন যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক যেমন Kulm (1964), Kolb (1944), Meltzer (1975) এদের মতে এই তত্ত্বের বিভিন্ন ধারণাগুলি যেমন স্বয়ং (self) I, মন (mind), অর্থ (meaning) খুবই অস্পষ্ট। এই ধরনের অস্পষ্টতার ও অসঙ্গতি তত্ত্ব নির্মাণ ও গবেষণা পদ্ধতির উপযোগী নয়। Meltzer (1975) ও Stryker (1980) এর মতে প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ আবেগ (emotion) ও অচেতন (unconscious) বিষয়ে ব্যক্তি আচরনের ওপর প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেছে। এই বিভিন্ন অপারগতাগুলি ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করাই ছিল মিথস্ক্রিয়াবাদ এর পরবর্তীকালের লক্ষ্য।

Conclusion

পরিশেষে এই দুটি তত্ত্বের মধ্যেকার সমধর্মী চিন্তাধারা ও প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করা যায়। বিনিময় তত্ত্ব ও প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ এই দুই তত্ত্বেই ব্যক্তি বা কার্যকর্তা প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তির আচরন ও তার সঙ্গে অপরের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন, এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে অনু সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বৃহৎ সামাজিক ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে।

Model Question

1. Answer Briefly : (6 marks)

i) সামাজিক বিনিময় তত্ত্বের বৌদ্ধিক উৎস আলোচনা কর।

ii) সামাজিক বিনিময় তত্ত্বে মূলনীতিগুলি কি কি?

iii) Mead এর দেওয়া স্বত্বার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

iv) প্রতীকি মিথস্ক্রিয়ার মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।

v) প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদের পূর্বকালীন তাত্ত্বিক উৎস আলোচনা কর।

2. Answer the Detail. (12 marks)

i) Homans এর মত অনুসারে বিনিময় তত্ত্বের মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।

ii) Blau এর বিনিময় তত্ত্বের প্রস্তাবগুলি বিস্তারিত ভাবে লেখ।

iii) Mead এর মত অনুসারে সমাজ কিভাবে গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

iv) Blumer এর গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা কর।

3. Essay Type Question (20 marks)

i) Blumer এর দেওয়া প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

ii) Blau এর বিনিময় তত্ত্ব সমালোচনা পূর্বক মূল্যায়ন কর।

BIBLIOGRAPHY

1. Turner Jona than H (2001) The Structure of Sociological theory (Fourth Edition). Jaipur. Rawal Publication.
2. সেন সুদর্শনা (2013) বিনিময় তত্ত্ব in ড. কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাজবিজ্ঞান: তত্ত্ব-নির্মাণ।
3. চক্রবর্তী ডালিয়া (2013) প্রতীকি আন্তঃক্রিয়াবাদ in ড. কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাজবিজ্ঞান: তত্ত্ব-নির্মাণ।
4. Ritzer George (2011) Sociological Thiory Fifth Edition New Delhi. Tata McGrow Hill Edition.

Notes

Notes

Notes